৬৩তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্স (সিপিসি) উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

দক্ষিণ প্লাজা, জাতীয় সংসদ ভবন, রবিবার, ২১ কার্তিক ১৪২৪, ৫ নভেম্বর ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভাপতি, কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির চেয়ারপার্সন এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি,
কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশনের সদস্যভূক্ত দেশসমূহের পার্লামেন্টের মাননীয় স্পীকারগণ,
সম্মানিত সংসদ সদস্যগণ,
কূটনৈতিক কোরের সদস্যবৃন্দ,
ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ।

আসসালামু আলাইকুম। শুভ সকাল এবং Very good Morning.

ঐতিহাসিক ঢাকায় কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশনের ৬৩তম সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলাদেশের জনগণ, সরকার এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে সকল অতিথিকে স্বাগত জানাচ্ছি। এ ধরণের আন্তর্জাতিক সম্মেলন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমাদের প্রথম ও প্রধান নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে গণতন্ত্র এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করা এবং এসব রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের পূর্ণ আস্থা তৈরি করা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১৯৭৩ সালে সিপিএ-এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয় বাংলাদেশ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি, সিপিএ-এর নির্বাহী কমিটির চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। বিশ্বব্যাপী কমনওয়েলথভূক্ত দেশগুলোর সংসদ সদস্যগণের প্রদত্ত এই স্বীকৃতি বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক চর্চা ও মূল্যবোধের স্বীকৃতির একটি প্রামাণিক দলিল।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েমের যে আকাঙ্ক্ষা এ ভূখন্ডের জনগণ লালন করেছিলেন, বহু ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে তা বাস্তবায়িত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অগ্রভাগে থেকে এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে পাকিস্তান শাসনামলের ২৪ বছরের মধ্যে প্রায় অর্ধেকটা সময় কারাগারে অন্তরীণ থাকতে হয়েছে।

পাকিস্তান সামরিক শাসনামলে নিরন্তর সংগ্রামের পর ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন আদায় করে নেন বঙ্গবন্ধু। সেই নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তর না করে উল্টো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পায়।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেন, ডাক দেন অসহযোগ আন্দোলনের। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইটের মাধ্যমে গণহত্যা শুরু করলে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ আর ২ লাখ মাবোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

যুদ্ধ বিধস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের কাজে যখন বঙ্গবন্ধু নিমগ্ন ছিলেন, ঠিক তখনই পরাজিত শক্তির দোসররা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। আমি এবং আমার ছোটবোন বিদেশে অবস্থান করায় বেঁচে যাই। আমাদের দেশে ফিরে আসার পথ রুদ্ধ করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। শুরু হয় সামরিক স্বৈরশাসনের যুগ।

প্রবাসে থাকাবস্থাতেই আমি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে লিপ্ত হই। ছয় বছর নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে আসি। জনগণের শাসন ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে আমাকেও কম নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি। গৃহবন্দী, জেলখানায় আটক থেকে শুরু করে জীবননাশের প্রচেষ্টা করা হয়ে বার বার।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আমার দলের হাজার হাজার নেতাকর্মী নির্যাতনের শিকার হওয়া সত্বেও আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে বিচ্যুত হইনি। আমরা মনে করি একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ ভালোভাবে পূরণ করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে পারে।

দীর্ঘ ২১ বছর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আমরা শাসক নই, জনগণের সেবক হিসেবে সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে আত্মনিয়োগ করি। মাঝখানে ৮ বছর বিরতির পর আমার দল আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে আবারও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়।

আমাদের মূল লক্ষ্য গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত শক্তিশালী করার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যে আমরা রূপকল্প-২০২১ প্রণয়ন করি। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে আমরা আমাদের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়'- এই নীতির ভিত্তিতে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হয়। বিশেষ করে প্রতিবেশি দেশসমূহের সঙ্গে আমরা সব সময়ই সুসম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। এরফলে আমরা ভারতের সঙ্গে গঙ্গা নদীর পানি-চুক্তি এবং স্থল সীমানা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি করতে পেরেছি। একইভাবে মিয়ানমার এবং ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর অমানবিক নির্যাতন এবং তাদের জোরপূর্বক বিতাড়িত করে দেওয়া শুধু এ অঞ্চলে নয়, এর বাইরেও অস্থিরতা তৈরি করছে। সাম্প্রতিককালে মিয়ানমার সরকারের এই নিবর্তনমূলক আচরণের ফলে সেখান থেকে ৬ লাখ ২২ হাজারেরও বেশি অধিবাসী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন। ১৯৭৮ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে আরও প্রায় ৫ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাময়িকভাবে আমরা এই বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা নাগরিককে আশ্রয় দিয়েছি। আপনাদের অনুরোধ জানাব রোহিঙ্গা ইস্যুটি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করুন। মিয়ানমারকে তার নাগরিকদের উপর নির্যাতন বন্ধ করতে এবং বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে চাপ প্রয়োগ করুন।

সুধিবৃন্দ,

ক্ষুধা-দারিদ্র্য নিরসনের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদ মোকাবিলার নতুন সংগ্রাম। কিছু মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকান্ডের ফলে নিরীহ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। জঙ্গিবাদ আজ আর কোন নির্দিষ্ট দেশের সমস্যা নয়, এটি বৈশ্বিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

কয়েকদিন আগেই নিউ ইয়র্কের রাস্তায় ট্রাক উঠিয়ে ৮জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের সকলকে ঐক্যদ্ধভাবে জঙ্গিবাদ সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবের ফলে আমরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। এবছর অতিবৃষ্টিসহ কয়েকবার বন্যার ফলে আমাদের বিশাল জনপদ ভেসে গেছে। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ফসলের। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার জন্য যেসব সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করছি।

বাংলাদেশে আমরা একটি দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। জাতীয় সংসদ, বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকারসহ আমরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করেছি। ইউনিয়ন পর্যায় থেকে শুরু করে উপজেলা, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও জেলা পরিষদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব পালন করছেন। নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ বৈষম্য নিরসনে আমাদের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অতন্দ্র প্রহরী স্বাধীন এবং শক্তিশালী গণমাধ্যম। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছে। নিশ্চিত করা হয়েছে তাদের অবাধ স্বাধীনতা। মানুষের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

এমডিজি বাস্তবায়নের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আমরা এসডিজি বাস্তবায়ন করছি। আমাদের চলমান সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি'র বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ করেছি। আমাদের প্রত্যাশা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সালে বাংলাদেশ ''মধ্যম আয়ের দেশ'' এবং ২০৪১ সালে 'উন্নত দেশ' হিসেবে বিশ্ব মানচিত্র মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

আসুন, এই পৃথিবীকে বিশ্ববাসীর জন্য সুখময়, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাসভূমিতে পরিণত করি। বাংলাদেশে আপনাদের অবস্থান আনন্দময় এবং এ সম্মেলন ফলপ্রসূ হোক এই কামনা করছি।

আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ৬৩তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...